তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৫৫

**রাষ্ট্রপতির সাথে সফররত মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ**

বঙ্গভবন, ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে আগ্রহী মালদ্বীপ। এক্ষেত্রে আকাশ এবং নৌপথে যোগাযোগ স্থাপনে দেশটির সরকার পদক্ষেপ নেবে বলে জানিয়েছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ।

 আজ সফররত মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এই আগ্রহের কথা জানান। সন্ধ্যা সাতটায় মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট সস্ত্রীক বঙ্গভবনে গেলে রাষ্ট্রপতি ও তাঁর স্ত্রী রাশিদা খানম তাদের অভ্যর্থনা জানান। পরে দুই রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গভবনের ক্রেডেনশিয়াল হলে বৈঠকে বসেন।

 সাক্ষাতের সময় মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট বলেন, তাঁর সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়কে খুবই গুরুত্ব দেয়। আকাশ ও নৌ পথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা পেলে বাণিজ্য-বিনিয়োগ আরো সম্প্রসারিত হবে। এ ব্যাপারে তাঁর সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে বলে তিনি জানান।”

 রাষ্ট্রপতি এ সময় বলেন, বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে বাণিজ্য- বিনিয়োগ সম্পর্ক বাড়াতে ঢাকা ও মালের মধ্যে সরাসরি নৌ যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের উভয়ের পর্যটন সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দু’দেশের বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীদের যৌথ উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। রাষ্ট্রপতি মালদ্বীপে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের বিনামূল্যে করোনা ভাইরাসের টিকা দেওয়ায় সে দেশের সরকারের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশ মালদ্বীপে বিভিন্ন পেশায় দক্ষ জনবল পাঠাতে প্রস্তুত আছে।

 রাষ্ট্রপতি চিকিৎসা ও প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে মালদ্বীপের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশকে বেছে নেওয়ার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আরো বেশি মালদ্বীপের শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার সক্ষমতা বাংলাদেশের আছে। বাংলাদেশ তাদের স্বাগত জানাবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ওষুধ, তৈরি পোশাক, সিরামিকসহ বিভিন্ন বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদতন করে। মালদ্বীপ বাংলাদেশ থেকে এসব পণ্য আমদানি করতে পারে। এতে উভয় দেশ লাভবান হবে। বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে বিভিন্ন সমঝোতা স্মারকের উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের এই সফর দু’দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে অনন্য মাইলফলক হয়ে থাকবে।

**মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন**

 এদিকে মালদ্বীপের ফার্স্ট লেডি ফাজনা আহমেদ এবং রাষ্ট্রপতির স্ত্রী রাশিদা খানম কুশল বিনিময় করেন। এ সময় রাশিদা খানম নারীর উন্নয়নও ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। ফাজনা আহমদে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা করে বলেন, তাঁর বাংলাদেশে তার এই সফর অত্যন্ত সুখকর।

 পরে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট বঙ্গভবনের পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন। এছাড়া বঙ্গভবনের দরবার হলে সাংষ্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে অংশ নেন।

 নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, মালদ্বীপের ফার্স্ট লেডি, রাষ্ট্রপতির স্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী, তিনবাহিনীর প্রধানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/রোকসানা/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৫৪

**এডিপিসি ট্রাস্টি বোর্ডের দ্বিতীয় সভায় এর কৌশলপত্র ২০৩০ উপস্থাপন**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

এডিপিসি (Asian Disaster Preparedness Center)  ট্রাস্টি বোর্ডের দ্বিতীয় বোর্ড অভ্‌ ট্রাস্টি’র সভা সম্প্রতি অনলাইনে বোর্ড অভ্‌ ট্রাস্টি’র চেয়ারম্যান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় ২০২১ এর বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাজেট চূড়ান্ত করা হয় এবং এডিপিসি’র কৌশলপত্র ২০৩০ উপস্থাপন করা হয়। কৌশলপত্র ২০৩০ বাস্তবায়নে আগামী এক বছর নেতৃত্ব দিবেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ও জলবায়ু সহনশীলতা অর্জনে সাতটি বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বিষয়সমূহ হচ্ছে স্থানীয়করণ, উদ্ভাবন, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, সহনশীলতা সৃষ্টি, মানবিক উন্নয়নের যোগসূত্র স্থাপন, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং ঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদানে আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা। সে প্রেক্ষিতে ২০৩০ সালকে সামনে রেখে যেসব বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হবে তার অন্যতম হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত; নগরায়ন ও বিপদাপন্নতা; পরিবেশগত বিপর্যয়; বন্যা ও খরা; দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থা; দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও সহনশীলতার লক্ষ্যে পূর্বাভাসভিত্তিক অর্থায়ন, মহামারি প্রস্তুতি ও জরুরি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সাইকো-সোশ্যাল সহযোগিতার অন্তর্ভুক্তি।

এডিপিসি একাডেমি বিষয়ক সকল স্তরে বিশেষজ্ঞদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন এবং ডিআরআর বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বাড়ায়। এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত আন্তর্জাতিক সংস্থা যা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জনগণ ও বিভিন্ন সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের সহনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করে। এটি ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এডিপিসি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ এবং সম্প্রদায়কে তাদের ডিআরআর (Disaster risk reduction) ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও সক্ষমতা তৈরিতে বিভিন্ন দুর্যোগসমূহ যেমন বন্যা, ভূমিধস, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, খরা ইত্যাদি মোকাবিলায় প্রতিরোধী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সেবা দিয়ে থাকে। এছাড়া, ক্রস-সেক্টরাল প্রজেক্ট/প্রোগ্রামের ক্ষেত্র বিকাশ ও প্রয়োগে কাজ করে।

এডিপিসি সদস্য দেশসমূহ হচ্ছেঃ বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, চীন, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা এবং থাইল্যান্ড। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে রিজিওনাল কনসাল্টেটিভ কমিটিতে রয়েছে আরো ১৬টি দেশঃ আফগানিস্তান, ভুটান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্ডান, কাজাখস্তান, লাওস, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মঙ্গোলিয়া, মায়ানমার, পাকিস্তান, পাপুয়া-নিউ-গিনি, দক্ষিণ কোরিয়া, পূর্ব তিমুর এবং ভিয়েতনাম। ব্যাংককে এডিপিসি’র সদর দফতর এবং মিয়ানমার, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকায় আঞ্চলিক অফিস রয়েছে।

এশিয়ান দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্র (এডিপিসি) একটি স্বায়ত্তশাসিত আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ২০১৮ সালে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথম বোর্ড অভ্‌ ট্রাস্টির সভা ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৭ নভেম্বর ২০১৯ সালে। ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যবিধি (আরওপি) অনুযায়ী ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইসচেয়ার সাধারণত আগত চেয়ারম্যান হয়ে থাকে। সে অনুযায়ী বাংলাদেশকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য চেয়ারম্যান হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়।

#

সেলিম/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২১/২১৫০ ঘণ্টা

****

**Handout Number : 1352**

**Md. Fazlul Bari the next Ambassador**

**of Bangladesh to the Republic of Iraq**

**Dhaka, March 18 :**

 **The Government has decided to appoint Md. Fazlul Bari, PAA as the next Ambassador of Bangladesh to the Republic of Iraq.**

 **Ambassador - designate Md. Fazlul Bari is a Secretary to the Government of Bangladesh and a member of Bangladesh Civil Service (BCS) Administration Cadre.**

 **Mr. Bari obtained his Bachelor and Masters degree in Finance from the University of Dhaka. He also obtained Master of Arts degree in Government Financial Management from the University of Ulster, Belfast, UK.**

**#**

**Tohidul/Roksana/Nice/Rafiqul/Salim/2021/2125 Hrs.**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৫১

**সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় কাজ করাই হবে বঙ্গবন্ধুর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন**

 **-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর সুদৃঢ় নেতৃত্ব, দূরদর্শীতা ও আত্মত্যাগ জানাতে হলে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে, তাঁকে অধ্যয়ন করতে হবে। এই মহামানবের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় কাজ করাই হবে তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের পুরোটা সময় দিয়ে গেছেন এই জাতির জন্য।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহসিনুল আলমের সভাপতিত্বে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ আফজাল হোসেন, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ, ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সিরাজ উদ্দিন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা তুলে ধরে বলেন, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নীতি আদর্শ, প্রতিজ্ঞা এবং দিকনির্দেশনা তিনি তাঁর ছকের বাইরে হতে দেননি। মন্ত্রী আরো বলেন, শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর ত্যাগ ছিলো অতুলনীয়।

#

শেফায়েত/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৫০

 **দেশকে ম্লান করার হীন ষড়যন্ত্র-গণ্ডগোল কঠোর হস্তে দমন করা হবে**

 **---ড. হাছান মাহ্‌মুদ**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 দেশ ও দেশের অর্জনকে ম্লান করার হীন ষড়যন্ত্র ও যেকোনো গণ্ডগোল কঠোর হস্তে দমন করা হবে, বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ।

 আজ রাজধানীর নগর ভবন প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) এর মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

 মন্ত্রী বলেন, 'আজকে যখন বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে দেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে যখন আমরা জাতিসংঘের ফাইনাল রিকমেন্ডেশন পেলাম যে, বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ, তখন দেশকে নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।'

 ড. হাছান বলেন, 'প্রথমে একটি মৌলবাদী গোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে দেশে একটি গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করলো আর তাদের বাতাস দিল বিএনপি-জামাত। আর আজ যখন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হচ্ছে, বিদেশি মেহমানরা দেশে আসা শুরু করেছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসার সময় হয়েছে, তখন আবার নতুন খেলা শুরু হয়েছে।' 'বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের অর্জনকে এবং এদেশের উন্নয়নের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিদেশি মেহমানদের সামনে দেশকে ম্লান করার ও দেশকে অস্থিতিশীল করার হীন উদ্দেশ্যে সুনামগঞ্জের শালনায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা করা হয়েছে' বলেন তথ্যমন্ত্রী।

 সেইসাথে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, এই ধরনের ষড়যন্ত্র আগেও বহুবার হয়েছে, ঢাকা শহরে ষড়যন্ত্র করে কোরান শরিফে আগুন দেয়া হয়েছে, বায়তুল মোকাররমে আগুন দেয়া হয়েছে। সেই অপরাধীদের বিচার হয়েছে, বিচার চলছে। আজকেও যারা এধরনের গণ্ডগোল পাকাতে চাইবে, তাদেরকেও কঠোর হস্তে দমন করতে আমরা বদ্ধপরিকর।'

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'ষড়যন্ত্র থেমে নেই এবং সেই কারণেই রাজশাহীতে মিনু আমাদের নেত্রীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কথা বলে, সেই কারণেই ডা: জাফরুল্লাহ বলে, দেশে যদি কোনো কিছু হয়, তখন অনেককে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই কথার উদ্দেশ্য কি- অর্থাৎ ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র চলছে।' 'আমাদের চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, নেতা-কর্মীদের বলি, যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সেইসাথে ক্ষমতায় থাকলে বিনয়ী হতে হবে' বলেন মন্ত্রী।

 হাছান মাহ্‌মুদ এ সময় পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের হত্যাকাণ্ডের সময় মেয়র ফজলে নূর তাপসের পিতা শেখ ফজলুল হক মণি এবং মাতা আরজু মনির মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে সভায় ভাবাবেগজড়িত আবহ সৃষ্টি হয়।

চলমান পাতা-২

পাতা-২

 বিশেষ অতিথির বক্তব্যে খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, '২০০১ সালের নির্বাচনের রাত থেকেই পাঁচ বছর বাংলাদেশের উপর কি নির্যাতন-নিপীড়ন চলেছে! বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থক-ভোটার সবাইকে নির্যাতন করা হয়েছিল যেন আমরা ঘুরে দাঁড়াতে না পারি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছে।'

 ডিএসসিসি মেয়র ব্যারিস্টার শেখ তাপস বলেন, 'পঁচাত্তরের পরে বিভিন্ন চক্র এ দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আজকে প্রমাণিত, বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলা যায় না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতির অন্তরের অন্তঃস্থলে বাস করে। যিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, যিনি ইতিহাস রচনা করেছেন, তিনি চিরন্তন।'

 আলোচনা সভায় বক্তব্য পর্বের পূর্বে ডিএসসিসির আওতাধীন হাসপাতাল ও মাতৃসদনে আজ জন্মগ্রহণকারী ২২ শিশুকে নাগরিক সম্মাননা প্রদান করা হয়।

#

আকরাম/রোকসানা/নাইচ/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৪৯

বেলারুশের শিল্প উপমন্ত্রীর সাথে বাণিজ্যমন্ত্রীর বৈঠক

**তৈরি পোশাক ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে**

**ডিউটি ও কোটা ফ্রি বাণিজ্য সুবিধা চায় বাংলাদেশ**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, বেলারুশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। উভয় দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। উভয় দেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল পারস্পরিক দেশ সফর করলে কোন কোন খাতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যায়, তা নির্ধারণ করা সহজ হবে। এ জন্য উভয় দেশের প্রতিনিধি নিয়ে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ এর সহযোগিতা নিয়ে বিনিয়োগে ও বাণিজ্যের খাতগুলো নির্ধারণ করা সম্ভব। মন্ত্রী বলেন, দু’দেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে বড় ব্যবধান রয়েছে। গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বেলারুশে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ৪ দশমিক ৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য, একই সময়ে আমদানি করেছে ১৪৭ দশমিক ৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য। বাংলাদেশের তৈরিপোশাক এবং চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিপুল সম্ভাবনা আছে, কিন্তু শুল্ক জটিলতার কারণে প্রত্যাশা মোতাবেক রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে না। বেলারুশ সরকার এ সকল পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশকে ডিউটি ও কোটা ফ্রি বাণিজ্য সুবিধা প্রদান করলে বাংলাদেশের রপ্তানি অনেক বাড়বে।

 বাণিজ্যমন্ত্রী আজ ঢাকায় সফররত রেলারুশের শিল্প বিষয়ক উপমন্ত্রী Dmitry Haritonchik এর নেতৃত্বে আগত প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময়ের সময় এসব কথা বলেন।

 বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১০০টি স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে তোলার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এ সকল ইকোনমিক জোনে পাওয়ার, আইসিটি, কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতে বেলারুশ বিনিয়োগ করতে পারে। বাংলাদেশ সরকার বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। বেলারুশ এ সকল সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া, বেলারুশ কৃষি ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিলে বাংলাদেশ উপকৃত হবে।

 সফররত বেলারুশের শিল্প উপমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরপূর্তি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি বেলারুশ কৃতজ্ঞ। এ জন্য বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বেলারুশ বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। বাংলাদেশ বেলারুশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ীক অংশিদার। শুল্ক জটিলতা সমাধানে বেলারুশ সরকার কাজ করছে। বেলারুশ বাংলাদেশে পারমানবিক বিদ্যুৎ খাত, গ্রিন ট্রান্সপোর্ট সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। কৃষিভিত্তিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন এবং কৃষি মেকানিকাল খাতে যৌথ উদ্যোগে কাজ করতে চায় বেলারুশ।

 এসময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) মোঃ হাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

#

বকসী/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৪৮

**গ্রিসে জাতির পিতার জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন**

এথেন্স (গ্রিস) ১৮ মার্চ :

 বাংলাদেশ দূতাবাস, এথেন্স যথাযথ মর্যাদা ও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ পালন করেছে। জাতির পিতার ১০১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দূতাবাস বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং দূতাবাস চত্বর আলোকচিত্র, বর্ণাঢ্য ব্যানার, পোস্টার ও বেলুন দিয়ে সজ্জিত করা হয়।

 ১৭ই মার্চ দূতাবাস প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপন শুরু হয়। দিবসের কর্মসূচির দ্বিতীয় অংশ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের ও মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও বাংলাদেশের শান্তি ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এরপর রাষ্ট্রদূত আসুদ আহ্‌মদ এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর দূতাবাস পরিবারের শিশু-কিশোরদের নিয়ে রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর সহধর্মিণী বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসের কেক কাটেন। এরপর, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। এছাড়া, জাতির পিতার কর্মময় জীবন সম্পর্কে বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহতী জীবন ও কর্মের ওপর বিশেষ আলোচনাপর্বে রাষ্ট্রদূত আসুদ আহ্‌মদ তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক নেতৃত্বের কথা স্মরণ করেন। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দৃপ্ত পদক্ষেপে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। প্রবাসে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরদের দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করানো এবং জাতির পিতার আদর্শ তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ওপরও রাষ্ট্রদূত গুরুত্বারোপ করেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে গ্রিসে বসবাসরত বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের নিয়ে বৃহৎ পরিসরে দিবসটি আয়োজনে দূতাবাসের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি থাকলেও কোভিড- ১৯ মহামারি নতুন করে ছড়িয়ে পড়ায় এবং গ্রিক সরকারের আরোপিত হার্ড লকডাউন ব্যবস্থার কারণে শেষ পর্যন্ত দিবসের কার্যক্রম সীমিত পরিসরে এবং দূতাবাস পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে ঘরোয়াভাবে আয়োজন করা হয়।

#

রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৫৩

**এ এক অন্যরকম বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ**

 **-- অর্থমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে LDC Graduation: A Leap Towards the Father of the Nations Vision of ÔSonar BanglaÕ শীর্ষক একটি ওয়েবিনার আজ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েবিনারে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মিজ ফাতিমা ইয়াসমিন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

 অর্থমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু একজন মহান নেতা যিনি অদম্য সাহসিকতার সাথে সর্বদা বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মর্যাদা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। দেশের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা এবং নিরন্তর দেশপ্রেম দিয়ে তিনি সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছেন। সে অনুযায়ী তিনি কাজ শুরু করেন এবং সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত একটি দেশকে সাড়ে তিন বছর সময়ে এদেশের প্রত্যেক মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে এবং জনসংখ্যাকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার পরিকল্পনাসহ নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছিলেন। তিনি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রে একটি শক্ত নীতিমালা, পরিকল্পনা, অবকাঠামো রেখে গেছেন। আজও এ দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো কাজ করতে গেলে আমরা দেখতে পাই হয় প্রতিষ্ঠানটি জাতির পিতা নির্মাণ করে দিয়ে গেছেন, না হয় প্রতিষ্ঠানটির যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে তার শুরুটা জাতির পিতা করে দিয়ে গেছেন। তিনি অসংখ্য নীতি, পরিকল্পনা ও আইনের উদ্যোক্তা। তাঁর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে অবিরাম কাজ করে চলেছেন। বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে। অপ্রত্যাশিত অভিঘাত কোভিড-১৯-এর মধ্যেও আমাদের এ অর্জন, সক্ষমতা ও অগ্রগতি সম্পর্কে সারা বিশ্বের মানুষ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদগণ ভূয়সী প্রসংসা করেছেন। সকলে বলেছেন, এ এক অন্যরকম বাংলাদেশ, এ এক বদলে যাওয়া বাংলাদেশ।

 প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেখানে তিনি বঙ্গবন্ধুর সুদক্ষ নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য পদ লাভের প্রক্রিয়া ও গুরুত্বের বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

 এছাড়া বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত করে চলেছেন। তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বাংলাদেশ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে উঠার পথে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের মাইলফলক স্পর্শ করেছে। এছাড়াও ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ভিশন ২০৪১ এবং দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করেছে। আশা করা যায়, বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়াসহ আলোকচকবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন।

#

তৌহিদুল/নাইচ/রেজুয়ান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৪৭

**বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ**

 **-- তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুই প্রথম নির্যাতিত, শোষিত বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন। তিনি আমাদের মহান মুক্তির দূত। চেতনার আলোক শিখা, প্রেরণার সুউচ্চ মিনার। তাই জাতি দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণ করছে বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বেতার ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনানুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ রক্তস্নাত পলল ভূমিতে স্বাধীনতার জন্য অনেকেই সংগ্রাম করেছে। এখানে হাজং বিদ্রোহ হয়েছে, সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছে, তিতুমীর বাঁশের কেল্লা গড়েছে, ফকির মজনু শাহ সন্ন্যাস বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু কেউ জাতিকে মুক্ত স্বদেশ উপহার দিতে পারেনি। একমাত্র বঙ্গবন্ধুই প্রথম সূর্যসন্তান যিনি জাতিকে শুধু মুক্তির পথই দেখাননি, স্বাধীন স্বদেশ উপহার দিয়েছেন। তিনি শিশু-কিশোরদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান।

 বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহম্মদ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ইতিহাসবিদ ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) সালাহউদ্দিন আহমেদ, প্রধান প্রকৌশলী কাজী মো. লিয়াকত আলী, উপমহাপরিচালক (বার্তা) এ এস এম জাহীদ প্রমুখ।

#

মাহবুবুর/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৪৬

**রেলকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে**

 **---রেলপথ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, রেলকে এক সময় ধ্বংস করা হয়েছিল। বিধ্বস্ত রেল ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য বর্তমান সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করে দিয়েছেন।

 আজ কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উদ্যাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, রেলওয়েতে এখন অনেক প্রকল্প চলমান আছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন আগামী বছর ডিসেম্বরের মধ্যেই ঢাকা থেকে কক্সবাজার সরাসরি ট্রেন চলবে। এছাড়াও আগামী বছরের মধ্যেই খুলনা-মংলা রেললাইন চালু হবে। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ সেতু উদ্বোধনের সময় মাওয়া থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত অংশ চালু করা সম্ভব হবে। এছাড়া চলমান কয়েকটি প্রকল্প হচ্ছে যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু রেল সেতু নির্মাণ প্রকল্প। জয়দেবপুর থেকে জামালপুর ও জয়দেবপুর থেকে ঈশ্বরদী পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প। যাত্রীসেবা বৃদ্ধির জন্য ইঞ্জিন ও কোচ কেনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই কোরিয়া থেকে ১০ টি লোকোমোটিভ এসেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৪০ টি লোকোমোটিভ আসছে। তার মধ্যে প্রথম চালানে ৮ টি এসে পৌঁছেছে।

 মন্ত্রী এ সময় আরো উল্লেখ করেন, গত বছর ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন ও ক্যাটল স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়েছে। ভবিষ্যতে লাগেজ ভ্যান রেল বহরে যুক্ত হচ্ছে যার মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য সরাসরি বিভিন্ন শহরে পৌঁছানো যাবে। এভাবেই রেল এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

 আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সেলিম রেজা, রেলওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক শাহ আলম, অতিরিক্ত সচিব ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, প্রণব কুমার ঘোষসহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদার।

#

শরিফুল/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৪৫

**নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার উদ্বোধন**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার উদ্বোধন এবং গবেষকদের মধ্যে ‘গবেষণা স্বর্ণপদক ও সম্মাননা প্রদান’ অনুষ্ঠান ঢাকায় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন এবং স্বর্ণপদক ও সম্মাননা প্রদান করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।

 মন্ত্রী বলেন, যারা দেশ সেবার ব্রত নিয়ে কাজ করছে তাদেরকে জাতির প্রয়োজনে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু বিজ্ঞানী বা গবেষক হলেই হবে না, আদর্শ মানুষ হতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন, বঙ্গবন্ধুর রচিত বই বিতরণ এবং গবেষকদের মধ্যে স্বর্ণপদক ও সম্মাননা প্রদান উল্লেখযোগ্য।

 নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড অব ট্রাস্টিজ চেয়ারম্যান এম এ কাসেম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

#

বিবেকানন্দ/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৪৪

**হালদা নদীকে ‘বঙ্গবন্ধু জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্য হালদা’ ঘোষণার সিদ্ধান্ত**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 রুই জাতীয় মাছের প্রজননের জন্য দেশের সর্ববৃহৎ নদী হালদাকে ‘বঙ্গবন্ধু জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্য হালদা’ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রথম সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

 সভায় মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ অনুযায়ী গঠিত জাতীয় জীববৈচিত্র্য কমিটি জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ ও ঘোষণার জন্য পরামর্শ প্রদান এবং ঘোষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিয়মিত নির্দেশনা প্রদান করবে। মন্ত্রী বলেন, আজকের এ সিদ্ধান্তের ফলে হালদা নদীতে কার্প জাতীয় মাছের প্রজনন নির্বিঘ্ন, ডলফিন সুরক্ষা, দূষণ কমানোসহ সামগ্রিক জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ সহজ করতে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

 মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সরকার দায়বদ্ধ। এছাড়াও জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য সনদ অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উহার উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার, জীবসম্পদ ও তদ্সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ব্যবহার করে প্রাপ্ত সুফলের সুষ্ঠু ও ন্যায্য হিস্যা বণ্টন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কাজ করছে।

 জাতীয় জীববৈচিত্র্য কমিটির প্রথম সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান, অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ) মোঃ মনিরুজ্জামান, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. একেএম রফিক আহাম্মদ, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, কৃষি; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৪৩

**নতুন প্রজন্মকে ডিজিটাল প্রযুক্তি**

**উপযোগী শিক্ষায় গড়ে তোলার বিকল্প নাই**

 **----টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিতদের ডিজিটাল প্রশিক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মকে ডিজিটাল প্রযুক্তি উপযোগী শিক্ষায় গড়ে তোলার বিকল্প নাই। ডিজিটাল প্রশিক্ষণের বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় অক্সফাম ও প্রথম আলোর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : যুবদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার ও জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ’ শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক আবদুল কাইয়ুম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাশিদ উল হাসান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান দুলাল কৃষ্ণ সাহা, অধ্যাপক লাফিসা জামান, যুব উদ্যোক্তা স্বর্ণা খাতুন বক্তৃতা করেন।

 মন্ত্রী ডিজিটাল যুগের ধারণা, প্রয়োজন ও প্রস্তুতি কী হওয়া উচিত তা বোঝার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এর ওপর ভিত্তি করেই সামনের যুগ কেমন যাবে তার পরিকল্পনা করা জরুরি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গড়ে তুলতে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির সূচনা করেন। ২০২১ সালকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত করতে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। তিনি বলেন, ২০২১ সালে বাংলাদেশের তৃণমূল মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশ কী, এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামের প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া শিক্ষার্থীটিও ইন্টারনেটের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারছে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে বড় সম্পদ মানুষ। এই সম্পদ ব্যবহার করতে না পারলে এগিয়ে যাওয়া অনেক কঠিন হবে। তিনি বলেন, মানব সম্পদ ব্যবহার করে তাদের ডিজিটালি দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে।

 মোস্তাফা জব্বার বলেন, গত ১২ বছরে ডিজিটাল হাইওয়ে সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষকেও ডিজিটাল সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি মানুষ উচ্চগতির ইন্টারনেটের আওতায় আসবে।

 অনুষ্ঠানে বক্তারা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

শেফায়েত/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২০১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৪২

**জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপন উপলক্ষে**

**‘মুজিব চিরন্তন’ অনুষ্ঠানমালার তৃতীয় দিনের থিম ‘যতকাল রবে পদ্মা যমুনা’**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপন উপলক্ষে ‘মুজিব চিরন্তন’ প্রতিপাদ্যে আয়োজিত দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার তৃতীয় দিন (১৯ মার্চ)-এর অনুষ্ঠানের থিম ‘যতকাল রবে পদ্মা যমুনা’। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসা।

 জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠান বিকাল ৪টা ৩০মিনিটে শুরু হয়ে রাত ৮টায় শেষ হবে। তবে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬টা ৩০মিনিট পর্যন্ত ৩০ মিনিটের বিরতি থাকবে। প্রথম পর্বে আলোচনা এবং দ্বিতীয় পর্বে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

 অনুষ্ঠানের ধারাক্রমে জাতীয় সংগীত, পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ, মুজিববর্ষের থিম সংগীত, যতকাল রবে পদ্মা যমুনা শীর্ষক ভিডিও প্রদর্শন এবং স্বাগত সম্ভাষণ প্রদানের পর থিমভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। আলোচনা পর্বে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ভি লাভরভ এর ধারণকৃত শুভেচ্ছা বার্তা প্রচারের পর অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসা বক্তব্য প্রদান করবেন। এরপর সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে ‘মুজিব চিরন্তন’ শ্রদ্ধা স্মারক প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনা পর্ব শেষ হবে।

 সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে বন্ধু রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনা, ‘মুজিব চিরন্তন’ প্রতিপাদ্যের ওপর টাইটেল এনিমেশন ভিডিও, ‘যতকাল রবে পদ্মা যমুনা’ থিমের ওপর সিজি এনিমেশন ভিডিও, কবিতা আবৃত্তি, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের ওপর লোকসংগীত পরিবেশনা, নৃত্যনাট্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান, দুই প্রজন্মের শিল্পীদের মেলবন্ধনে মিশ্র মিউজিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।

 বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে ৫০০ জন আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত থাকবেন। বর্ণাঢ্য আয়োজনের এই অনুষ্ঠান সকল টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেল, অনলাইন মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

#

নাসরীন/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৪১

**এসএমএস এর মাধ্যমে মামলার তারিখ জানালে বিচারপ্রার্থীর দুর্ভোগ ও হয়রানি কমবে**

 **--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমন জারি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সাক্ষীর মোবাইল ফোনে এসএমএস প্রদানের মাধ্যমে সাক্ষ্যগ্রহণের তারিখ অবহিতকরণ কার্যক্রম বিচারপ্রার্থী জনগণ ও রাষ্ট্র উভয়ের সময় ও খরচ কমাবে। বিচারপ্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ ও হয়রানি কমাবে। এছাড়া বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং বিচারের দীর্ঘসূত্রতা কমাবে।

 আজ সচিবালয়ে "বিদ্যমান সমনজারি পদ্ধতির পাশাপাশি এসএমএস বার্তার মাধ্যমে সাক্ষগ্রহণের তারিখ মামলার সাক্ষীকে অবহিতকরণ কার্যক্রমের” উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী।

 মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে মামলার দীর্ঘসূত্রতার অন্যতম কারণ আদালতে সময়মতো সাক্ষী হাজির হতে না পারা, সাক্ষীর অনুপস্থিতি কিংবা সাক্ষীর গরহাজির। এর পেছনে অন্যতম কারণ হলো সাক্ষীর সময়মতো সমন না পাওয়া। এর পিছনেও রয়েছে যথেষ্ঠ যুক্তি ও কারণ। সাক্ষীকে এসএমএস প্রেরণ কার্যক্রম উক্ত সকল কারণ ও যুক্তি খণ্ডন করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, এই সার্ভিসের মাধ্যমে মামলার সাক্ষীগণ আদালতে বিচারাধীন মামলার ধার্য তারিখ সম্পর্কে দ্রুততম সময়ে ও সহজে জানতে পারবেন এবং তারা তা একই সময়ে জানতে পারবেন। যেহেতু ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ও মোবাইলে এই মেসেজ প্রদান করা হবে তাই কেউ মেসেজ পেয়ে অস্বীকারও করতে পারবেন না। এতে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সাক্ষীগণের মধ্যেও একটি দায়বদ্ধতা তৈরি হবে। ফলে আদালতে সময়মতো সাক্ষী উপস্থাপন ত্বরান্বিত হবে। স্বল্প সময়ে ও সহজে ন্যায়বিচার প্রদান করা সম্ভব হবে।

 আনিসুল হক বলেন, আজ পাইলটভিত্তিতে কুমিল্লা ও নরসিংদীতে সমন জারির এসএমএস পদ্ধতি চালু করা হলো। এ পদ্ধতিতে আদালত কর্তৃক কোন মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ নির্ধারিত হলে তা ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহার করে সাক্ষীগণকে জানানো হবে। পাশাপাশি বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতেও সমন পাঠানো হবে। পাইলটভিত্তিতে গৃহীত এ কার্যক্রম পর্যালোচনা করে এবং এ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সারা দেশে এ কার্যক্রম বিস্তৃত করা হবে।

 অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বলেন, এসএমএস বার্তার মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ মামলার সাক্ষীকে অবহিতকরণের বিষয়টি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ অগ্রযাত্রায় আরো একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। তিনি বলেন, কোভিড লকডাউনকালে ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনা এবং এসএমএস এর মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে বিচার বিভাগের যে যাত্রা শুরু হলো এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব কাজে লাগবে।

 আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ আফজাল হোসেন, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব মোঃ মইনুল কবির বক্তব্য রাখেন।

#

রেজাউল/রোকসানা/পাশা/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৪০

**জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে**

**আগামীকাল বাদ জুমা সারা দেশে সকল মসজিদে বিশেষ মোনাজাত**

 **-- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 আগামীকাল ১৯ মার্চ শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে দেশের সকল মসজিদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে এ উপলক্ষে প্রার্থনা সভার আয়োজন করবে।

 এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

#

আনোয়ার/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৩৯

**সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ১ লাখ ৭ হাজার ৪৩৩ জনের ভ্যাকসিন গ্রহণ**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে মোট ১ লাখ ৭ হাজার ৪৩৩ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে পুরুষ ৫৮ হাজার ৯৭০ জন এবং মহিলা ৪৮ হাজার ৪৬৩ জন।

 এ নিয়ে সারা দেশে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত সর্বমোট ভ্যাকসিন গ্রহীতার সংখ্যা ৪৬ লাখ ৮৭ হাজার ৮২৪ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ২৯ লাখ ৫৬ হাজার ৩৪ জন এবং মহিলা ১৭ লাখ ৩১ হাজার ৭৯০ জন।

 উল্লেখ্য, ১৮ মার্চ বিকাল ৫ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সরকার কর্তৃক তৈরিকৃত সুরক্ষা অ্যাপে মোট ৬০ লাখ ৭ হাজার ১০৩ জন ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন।

#

মিজানুর/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/সেলিম/২০২১/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৩৮

**ইতিহাসের স্বার্থে গাজীপুরে ১৯ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে**

**প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রয়োজন**

 **---মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

১৯৭১ সালের ১৯ মার্চের আগে গাজীপুরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যতগুলো সংগ্রাম হয়েছে তা কেবল ইট-পাটকেল, লাঠিসোটা কিংবা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেসব হামলায় নিহতের সংখ্যা থাকলেও সেখানে অস্ত্র হাতে বাঙালির পাল্টা প্রতিরোধ  হয়নি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯ মার্চ ১৯৭১ গাজীপুরে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল।  ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে এ দিনটি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি  প্রয়োজন।

আজ রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় ১৯ মার্চ ১৯৭১ প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধের ঘটনার  স্মৃতিচারণ  করে এসব কথা জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। ১৯ মার্চ প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ দিবস  উদ্‌যাপন পরিষদ,  বাংলাদেশ সাংবাদিক অধিকার ফোরাম ও গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়ন যৌথভাবে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে ।

আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, গাজীপুর আর্মি ক্যাম্প থেকে পাকিস্তানি বাহিনী অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। তারা ভেবেছিল, বাঙালি সৈনিকের কাছে অস্ত্র থাকা নিরাপদ না। যদিও পাকিস্তানি  বাহিনী জানায়, ঢাকায়  অস্ত্র সংকটের কারণে এখান থেকে অস্ত্র নিয়ে যাবে। বাঙালিরা সেদিন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে গুলি করেছে। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও সশস্ত্র গণবিদ্রোহের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। এটা নিঃসন্দেহে স্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট ছিল। এ গৌরবের দিনটি শুধু গাজীপুরবাসীর জন্য নয়, সমস্ত জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

 মন্ত্রী বলেন, ১৯ মার্চের প্রতিরোধ দিবসকে  আরও স্মরণীয় করে রাখতে, অন্যদেরকে  এ দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে জানাতে হবে।  এজন্য তিনি ইতিহাসবিদ, লেখক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান  জানান।

১৯ মার্চ প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপন পরিষদের   আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. হাফিজা খাতুনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান। বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য শামসুন নাহার, গাজীপুর  অফিসার্স ফোরাম, ঢাকার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ আজহারুল  হক, অধ্যাপক আবদুল বারী, বিজেআরএফের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি এম এ সালাম শান্ত প্রমুখ।

#

মারুফ/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২০১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৩৭

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২০ হাজার ৯২৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে দুই হাজার ১৮৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৬৪ হাজার ৯৩৯ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৬২৪ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ১৭ হাজার ৫২৩ জন।

#

হাবিবুর/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/১৭৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৩৬

**বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ আজ সবসূচকে পাকিস্তান থেকে এগিয়ে**

 **-**বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

 বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক ব‌লেছেন, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ আজ সবসূচকে পাকিস্তান থেকে এগিয়ে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাজারও বাঁধা অতিক্রম করে, ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। দেশের মানুষ '৭৫ পরবর্তী ২১ বছর পাকিস্তানি ধারার বাংলাদেশ দেখেছেন। সেসময় মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দেয়া সম্ভব ছিল না, বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা যেত না।

 জা‌তির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মু‌জিবুর রহমা‌নের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আজ বৃহস্পতিবার বিটিএমসি'র সম্মেলন কক্ষে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠা‌নে প্রধান অতিথির বক্ত‌ব্যে মন্ত্রী এসব কথা ব‌লেন।

 মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৬ দফাই ছিল স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। তিনি বাঙালিকে শিখিয়েছেন কিভাবে দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হয়। সারাবিশ্বে বঙ্গবন্ধুর তুলনা শুধু-ই বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর মতো এমন নেতা ও নেতৃত্ব বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। তাঁর আদর্শ বাঙালির মাঝে চিরকাল বেঁচে থাকবে। বঙ্গবন্ধু আজও আমাদের মাঝে উজ্জ্বল, চিরভাস্বর ও স্ব-মহিমায় উদ্ভাসিত।

 মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়তে কাজ করতে হবে।

 এসময় বস্ত্র ও পাট সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, বিটিএমসি'র চেয়ারম্যান ব্রি. জেনারেল মোঃ জাকির হোসেন, এনডিসি, তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান মো: শাহ আলম, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাবিনা ইয়াসমিন, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দফতর/সংস্থার ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 এর আগে মন্ত্রী বিটিএমসি ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করেন।

#

সৈকত/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৩৫

**বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্ব সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ**

 **- ওবায়দুল কাদের**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

 বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ বহুমাত্রিক সম্পর্ক সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

 আজ মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীর সাথে সাক্ষাতশেষে ব্রিফিং-এ মন্ত্রী এ কথা জানান।

 সাক্ষাতকালে দ্বিপাক্ষিক এবং অভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান। বিশেষ করে ভারতীয় ঋণ কর্মসূচির আওতায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

 মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশি দেশ ও অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে ভারত যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেজন্য স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিব জন্মশতবর্ষে ভারত সরকার এবং ভারতের জনগণের প্রতি মন্ত্রী আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে ভারতের অনন্য-সাধারণ ভূমিকাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন মন্ত্রী।

 এসময় মন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের সাফল্য কামনা করেন।

#

ওয়ালিদ/পরীক্ষিৎ/কামাল/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৩৪

**গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে ‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু’**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

ধানক্ষেতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু’ গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পেয়েছে। সর্ববৃহৎ শস্যচিত্র (লার্জেস্ট ক্রপ ফিল্ড মোজাইক) হিসাবে গিনেজ রেকর্ডসে জায়গা করে নিয়েছে এ প্রতিকৃতি। গত ১৬ মার্চ গিনেস ওয়ার্ল্ড কর্তৃপক্ষ এটি নিশ্চিত করে।

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের বালেন্দা গ্রামের মাঠে ১০০ বিঘা জমির ধানক্ষেতের বিশাল ‘ক্যানভাসে’ তুলে ধরা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি। ৪০০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৩০০ মিটার প্রস্থের ‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু’ শিল্পকর্মটির আয়তন ১২ লাখ ৮৫ হাজার ৫৩৬ বর্গফুট। ধানেরচারা রোপণের মাধ্যমে প্রতিকৃতিটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ব্যবহৃত হয়েছে দুই রঙের ধান। সবুজ ও বেগুনি। বেগুনি রঙের ধান আনা হয়েছে চীন থেকে, আর সবুজটি বাংলাদেশের।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদ’। এ পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল অ্যাগ্রিকেয়ার গ্রুপ অভ কোম্পানিজ এটি বাস্তবায়ন করছে।

উল্লেখ্য, কৃষিমন্ত্রী ও শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক গত ১৪ মার্চ বগুড়ার শেরপুরে ‘শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু’ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের হৃদয়ে যেমন আছেন তেমনি বাংলার আকাশে বাতাসে আছেন। এ দেশের সবুজ শ্যামল ভূমির প্রতিটা কণা, শস্যক্ষেতসহ সকলক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষে আমরা বঙ্গবন্ধুকে ফসলের ক্ষেতে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ শস্যচিত্রে তুলে ধরেছি। এটা একটা অসাধারণ শিল্পকর্ম। এর মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী  প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ও চেতনায় অনুপ্রাণিত হবে।

#

কামরুল/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/আসমা/২০২১/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৩৩

**শ্রীলঙ্কায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন**

শ্রীলঙ্কা (কলম্বো), ১৮ মার্চ :

 যথাযোগ্য মর্যাদা এবং বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গতকাল শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে দিনব্যাপী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উদযাপিত হয়েছে। গতকালে হাইকমিশন প্রাঙ্গণে ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের সূচনা করেন। এরপর জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। পুষ্পার্ঘ অর্পণ শেষে জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

 দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর দেয়া বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, জাতির পিতার রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া এবং বাংলাদেশের সার্বিক কল্যাণ কামনায় মোনাজাত করা হয়।

 এরপর দিবসটির তাৎপর্য ও গুরুত্বের ওপর একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাগণ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ ও সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের গুণাবলি তুলে ধরেন এবং তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর এই যুগসন্ধিক্ষণে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার হযরত আলী খান তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর দক্ষ ও যুগোপযোগী পররাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশ গড়ার আহ্বান জানান।

 সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধু এবং দিবসটির উপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

পরীক্ষিৎ/জসীম/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৩২

**গ্রিসে জাতির পিতার জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উদযাপন**

এথেন্স (গ্রিস), ১৮ মার্চ :

গ্রিসের এথেন্সে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদা ও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উদযাপন করা হয়।

গতকাল সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপন শুরু হয়। দিবসের কর্মসূচির দ্বিতীয় অংশ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৫ আগস্ট-এ তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের ও মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত, বাংলাদেশের শান্তি ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও  মোনাজাত করা হয়। এরপর রাষ্ট্রদূত আসুদ আহ্‌মদ এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর দূতাবাস পরিবারের শিশু-কিশোরদের নিয়ে রাষ্ট্রদূত এবং তার সহধর্মিণী বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসের কেক কাটেন। এরপর, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এছাড়া, জাতির পিতার কর্মময় জীবন সম্পর্কে বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আলোচনাপর্বে রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতার ঐতিহাসিক নেতৃত্বের কথা স্মরণ করেন। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দৃপ্ত পদক্ষেপে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। প্রবাসে বেড়ে ওঠা শিশু কিশোরদের দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করানো এবং জাতির পিতার আদর্শ তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ওপরও রাষ্ট্রদূত গুরুত্বারোপ করেন।

#

পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৩১

**ব্রাসিলিয়ায় বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত**

ব্রাজিল (ব্রাসিলিয়া), ১৮ মার্চ :

 ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে ১৬ মার্চ বিকাল পাঁচটায় এবং
১৭ মার্চ সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১-তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়।

 অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বাংলাদেশি শিশুরা বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধুর ওপর চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতাতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের শুরুতেই চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স সামিয়া ইসরাত রনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিশু কিশোরদের সাথে নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াতের পর বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ, ১৫ আগষ্টে নির্মম হত্যাকান্ডে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহিদ, মহান ভাষা আন্দোলনসহ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী সকলের আত্মার মাগফেরাত এবং বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অব্যাহত অগ্রযাত্রা কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর ওপর নির্মিত একাধিক আলেখ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

 অনুষ্ঠানে বক্তাগণ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ উপহার দেবার জন্য বঙ্গবন্ধুকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। বক্তারা বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের ওপর আলোকপাত করেন।

 চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স সামিয়া ইসরাত রনি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মময় জীবন এবং আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং অপরিমেয় অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে উল্লেখ করে ১৯৪৭ সাল থেকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক। তাঁর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ আজ সমগ্র মানবজাতির সম্পদ। আজ জাতিসংঘের মাধ্যমে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে সারাবিশ্বে। এসবই বাঙালি জাতির জন্য গর্বের বিষয়।

 চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স সমবেত শিশুদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীর কেক কাটেন এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেন।

#

পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৩০

**ওয়াশিংটন ডিসিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন**

ওয়াশিংটন ডি সি, ১৮ মার্চ :

 যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে গতকাল যথাযথ মর্যাদার সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উদযাপন করা হয়েছে। আয়োজনের শুরুতে রাষ্ট্রদূত এম শহিদুল ইসলাম দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীতের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ দূতাবাসে অবস্থিত জাতির পিতার আবক্ষ ভাস্কর্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

 দিনটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ  আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো:  শাহরিয়ার আলম এর বাণী পাঠ করা হয়। শেষে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সব সদস্যের  আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

 বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রাষ্ট্রদূত  এম শহিদুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের ওপর আলোকপাত করে সমাপনী বক্তব্যে প্রদান করেন। তিনি  বলেন, বঙ্গবন্ধুর দর্শন থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, দেশ ও জাতির কল্যাণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে যারা নিয়োজিত আছেন, তাঁদেরকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অবিচল এবং নীতির প্রশ্নে আপসহীন থেকে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায়  প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় সংকল্পের কথা উল্লেখ করে দেশের নাগরিকদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান।

#

পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১২৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩২৯

**কানাডায় বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন**

কানাডা (অটোয়া), ১৮ মার্চ :

 কানাডার অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদযাপন করা হয়।

 অনুষ্ঠানের শুরুতে অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলনের পর বঙ্গবন্ধুসহ সকল শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

 অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

 হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সাবেক মন্ত্রী ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি তোফায়েল আহমেদ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোঃ হোসেন মনসুর, কানাডা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মাহমুদ মিয়া, সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান প্রিন্স।

 আলোচনা সভায় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন ও তাঁর জীবনাদর্শ তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। বঙ্গবন্ধুর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব শুধু তৎকালীন সময়েই নয়, এ ধরনের নেতৃত্ব সমসাময়িক বিশ্বে বিরল। বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুর মন ছিল হিমালয়ের মতো বিশাল এবং নেতৃত্ব দানে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল পর্বতের মতো অটল। তিনি সব সময় সাধারণ মেহনতী মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন এবং কাজ করে গেছেন। এজন্য শুধু বাংলাদেশেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রাষ্টনায়ক হিসেবে তাঁকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ অকুন্ঠ সমর্থন দিয়েছিলেন।

 আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং শিশু-কিশোরদের রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

#

পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১২৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩২৮

**আজকের চ্যালেঞ্জিং সময়ে আফ্রিকাসহ বহির্বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন প্রাসঙ্গিক**

 **- আবুজা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য**

নাইজেরিয়া (আবুজা), ১৮ মার্চ :

 আজকের চ্যালেঞ্জিং সময়ে আফ্রিকাসহ বহির্বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন আজও প্রাসঙ্গিক বলে মন্তব্য করেছেন নাইজেরিয়ার আবুজা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল-রাশিদ না’আল্লা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যেগে নাইজেরিয়ার আবুজা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল অনুষ্ঠিত ‘আফ্রিকা ও বহির্বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা’ শীর্ষক এক সেমিনারে তিনি এ মন্তব্য করেন। সেমিনারে পররাষ্ট্রনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সমগ্রবিশ্বে মানবমুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও ভাবনার ওপর আলোকপাত করা হয়। আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে নাইজেরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মাসুদুর রহমান এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া স্টাডিজ সেন্টারের পরিচালক প্রফেসর মুসা ওলাওফে অংশ নেন।

 উপাচার্য না’আল্লা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, বঙ্গবন্ধু একজন দুরদর্শী মহান নেতা ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর চারিত্রিক দৃঢ়তা-ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দেয় এবং আজকের বাংলাদেশকে উপহার দেয়। তিনি বলেন, আগামী দিনগুলোতে মুজিববর্ষ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে আবুজা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ হাইকমিশন একযোগে কাজ করে যাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মূলপ্রবন্ধে প্রফেসর মুসা ওলাওফে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।

 সমাপনী বক্তব্যে হাইকমিশনার উল্লেখ করেন, বঙ্গবন্ধু নিপীড়িত ও মুক্তিকামী মানুষের অধিকারের প্রশ্নে কখনো আপস করেননি। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি ছিলেন না, তিনি সমগ্র বিশ্বের বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের অগ্রনায়ক ছিলেন। দু’দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করতে একযোগে কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

#

ইকরামুল/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩২৭

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নিউইয়র্ক এর**

**যৌথ উদ্যোগে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন**

নিউইয়র্ক, ১৮ মার্চ :

 জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ও বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নিউইয়র্ক এর যৌথ উদ্যোগে গতকাল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন করা হয়। দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে সকালে স্থায়ী মিশন ও কনস্যুলেট স্ব স্ব কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচি শুরু করে। এরপর জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

 দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ, মুক্ত আলোচনা এবং জন্মদিনের কেক কাটা হয়। স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে এবং কনস্যুলেট জেনারেল-এর অডিটোরিয়ামে আলাদা আলাদাভাবে আয়োজিত সকালের পর্বে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শাহাদাতবরণকারী সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

 বিকালে স্থায়ী মিশন ও কনস্যুলেটের যৌথ উদ্যোগে শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয় শিশু আনন্দমেলা। এতে নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশি শিশুদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ উপস্থাপন এবং ‘নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্যে পত্রলিখন’ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। বিকালের এই ভার্চুয়াল আয়োজনে জাতির পিতার জন্ম থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তাঁর অবদানের ওপর একটি শিশুতোষ গ্রাফিক্স ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

 সকালের আলোচনা পর্ব এবং বিকালের ‘শিশু আনন্দমেলা’ উভয় পর্বেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। এছাড়া শিশুদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক এর কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুন্নেছা।

 স্বাগত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলার স্বাধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে জাতির পিতা সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমাদের উপহার দিয়েছেন স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ। তিনি আরো বলেন, জাতির পিতার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে জাতির পিতার সংগ্রামী জীবন সমন্ধে অবহিত করা এবং শিশুকাল থেকেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধু করার জন্য অভিভাবকসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি শিশুদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর লেখা একটি চিঠি পাঠ করে শোনান।

 স্ব স্ব কার্যালয়ে সকালের আয়োজনে স্থায়ী মিশন ও কনস্যুলেটের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। বিকালের পর্বে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস্ (বিপা) এবং বাংলাদেশ একাডেমি অভ ফাইন আর্টস্ (বাফা) এর শিশু শিল্পী এবং নিউইয়র্কে বসবাসরত শিশু ও তাদের অভিভাবকসহ স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বগণ ভার্চুয়াল শিশু আনন্দমেলায় অংশগ্রহণ করেন।

#

পরীক্ষিৎ/জসীম/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১১৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩২৬

**কোপেনহেগেনে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত**

ডেনমার্ক (কোপেনহেগেন), ১৮ মার্চ :

 ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনন্দ-উদ্দীপনার সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উদযাপন করা হয়। সকালে ডেনমার্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম আল্লামা সিদ্দীকী দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা ‍উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির সূচনা করেন।

 সন্ধ্যায় অনলাইন মাধ্যমে একটি বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ডেনমার্কের সরকারি-বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি, মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ও মানুষ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পড়ে শোনানো হয় ও একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

 অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত বলেন, বাঙালির জাতীয়তাবোধের চূড়ান্ত স্বপ্নপূরণে জাতির পিতার অসীম আত্মত্যাগ করেছেন। একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার পথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। পরে তিনি এই অনুষ্ঠানে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন।

 অনুষ্ঠানের শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও বিভিন্ন স্বাধিকার আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী শহিদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

জামান/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩২৫

**তুরস্কের দৃষ্টিহীনদের মাঝে বঙ্গবন্ধুকে পরিচিত করতে ত্রিমাত্রিক ভাষ্কর্য**

**তৈরির আগ্রহ ইস্তান্বুলের লায়ন্স ক্লাবের**

ইস্তান্বুল (তুরস্ক), ১৮ মার্চ :

 বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনস্বরূপ তুরস্কের দৃষ্টিহীনদের সাথে এই মহান নেতাকে পরিচিত করার জন্য বঙ্গবন্ধুর একটি বিশেষ ত্রিমাত্রিক কাঠামো তৈরির আগ্রহ প্রকাশ করেছে তুরস্কের লায়ন্স ক্লাব ইস্তান্বুল।

 তুরস্কের ইস্তাম্বুলে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল কার্যালয়ে গতকাল ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০২১’ উদযাপনকালে এ আগ্রহের কথা জানায় সংগঠনটির সভাপতি ফেরিত একিঞ্জি। দিবসটি উপলক্ষ্যে কনস্যুলেট জেনারেল লায়ন্স ক্লাব ইস্তান্বুলের সাথে গতকাল যৌথভাবে ‘বঙ্গবন্ধু: আইকন অভ হিউম্যানিটি’ শীর্ষক একটি ওয়েবিনার আয়োজন করে, যেখানে লায়ন্স ক্লাবের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

 কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম সূচনা বক্তব্যে স্বাধীনতার স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ড. ইসলাম স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধুর অনন্য সাধারণ ভূমিকা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। মানুষের প্রতি বিশেষ করে সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম ভালবাসা এবং অগাধ স্নেহের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। কনসাল জেনারেল বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ অন্যান্য সময়োপযোগী উদ্যোগসমূহের কথা তুলে ধরেন।

 বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব এবং সকলের অংশগ্রহণে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নত সমাজ গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে জানতে পেরে লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি অভিভূত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন।

 বিকালে কনস্যুলেট ইস্তান্বুলে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে কনস্যুলেটের ‘ফ্রেন্ডশিপ’ হলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে, যেখানে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণীসমূহ পাঠ করা হয়। এরপর, বঙ্গবন্ধুর ওপর নির্মিত বিশেষ ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। শিশুদের উপস্থিতিতে কেক কাটার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

 উল্লেখ্য, কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির সূচনা হয়।

#

পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৩০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৩২৪

**মুম্বাইয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন**

মুম্বাই, ১৮ মার্চ :

 মুম্বাইয়ে বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনের উদ্যোগে গতকাল বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ শেষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ, আলোচনাসভা এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

 আলোচনাসভায় মুম্বাইয়ে নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার মোঃ লুৎফর রহমান বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক অভিন্ন সত্তা। জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে দেশ গঠনে সবাইকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

 অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ভারতীয় নৌবাহিনীর ওয়েটার্ন কমান্ডের প্রধান এডমিরাল (অবঃ) বিষ্ণু ভগওয়াত, ওয়ার ভেটেরান সংঙ্ঘের মহাসচিব কমান্ডার রাজ দত্ত এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহকারী ভারতীয় নৌবাহিনীর কমান্ডার (অবঃ) এস এস শেঠী।

 এরপর জাতির পিতার জীবনের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র Bangabandhu, Forever in our Hearts প্রদর্শিত হয়।

#

পরীক্ষিৎ/কামাল/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০২১/১৬০০ঘণ্টা